একক ১৪ ❐ গ্রন্থাগার পরিষেবা

গঠন

১৪.১ প্রস্তাবনা
১৪.২ সংজ্ঞা
১৪.৩ পেশার বৈশিষ্ট্য
১৪.৪ গ্রন্থাগার পেশার বিকাশ
১৪.৫ গ্রন্থাগার ও তথ্য পরিষেবার পেশাদারি চরিত্র
১৪.৬ কোন পেশার সম্ভাবনা
১৪.৭ পেশাদারি আচরণবিধি
১৪.৮ উপসংহার
১৪.৯ অনুশীলনী
১৪.১০ নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী

১৪.১ প্রস্তাবনা

'প্রফেশন' (পেশা) শব্দটি এমন একটি ধারণা থেকে উদ্ভূত হয়েছে, যাতে কোনো ব্যক্তিকে সম্পন্ন করতে দেওয়া কোনো কাজটিকেই পেশা বোঝাতে পারে। আমাদের প্রাত্যাহিক ভাষায় সেই অর্থে যে-কোনো ধরনের কাজকেই পেশা আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু পেশা ও অ-পেশার পার্থক্য বোঝা প্রায়শই অত্যন্ত কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। 'প্রফেশনস' (Encyclopaedia of the social sciences, Vol. 11-12, 1993, p. 478) নিবন্ধে প্রখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী এ এম জারসন্ডার্স ও পি এ উইলসন বলেন : "আমরা পেশাকে এক বৃত্তি হিসাবে স্বীকার করি, দীর্ঘ ও বিশেষ ধরনের বৌদ্ধিক প্রশিক্ষণের উপর ভিত্তি করে যার সাহায্যে নির্দিষ্ট কোনো কাজ সম্পন্ন করা সম্পন্ন হয়।" 'দি প্রফেশনস' (Frank Cass & Co. 1964, p. 307) শীর্ষক আর একটি নিবন্ধে তারা দেখান যে, "বৌদ্ধিক প্রশিক্ষণের ফলে অর্জিত বিশেষ দক্ষতাই হল কোনো পেশার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য।"

'প্রফেশনালিজম অ্যান্ড দি ফিউচার' (Nationwide provision and use of information, Aslib/IIS/LA Joint conferences, 15-19, September 1980, Sheffied, Proceedings, 1981, p. 386) শীর্ষক নিবন্ধে ডি জে ফসফেট মন্তব্য করেন যে, "অন্য যে-কোনো সামাজিক গোষ্ঠীর মতো কোনো পেশাতেও অন্তর্ভুক্ত থাকে বহু পৃথক পৃথক ব্যক্তি, নিজেদের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের এক ব্যবস্থা চালু করে যারা এমন সব কাজ করতে বা এমন সব লক্ষ্যে পৌঁছতে চায়, শুধুমাত্র ব্যক্তিগত ক্ষমতা দিয়ে যা অর্জন করা সম্ভব নয়।" প্রথাগতভাবে সমাজ এইসব লক্ষ্যগুলিকে কাম্য বলে মেনে নিয়েছে ও তাদের কাজকর্মকেই সবথেকে কার্যকর বলে পেশা দাবী করে এসেছে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে অবশ্য পেশা বলতে ঠিক কী বোঝায়, তার এক সংজ্ঞা নিরূপণ করা হয়।

১৪.২ সংজ্ঞা

'টুওয়ার্ড এ ডেফিনিশন অফ প্রফেশন' (Harward Educational Review, 1953, 23 (1) 48-49) শীর্ষক নিবন্ধে মরিস এল. কোগান 'পেশা'-র বিভিন্ন সংজ্ঞাগুলির এক বিশ্লেষণধর্মী, সংক্ষেপিত ব্যাখ্যা দিয়েছেন : "পেশা হল এক বৃত্তি, যার চর্চা নির্ভর করে বিজ্ঞান বা অন্য কোনো বিষয়ের তাত্ত্বিক কাঠামো সম্বন্ধে উপলব্ধি ও সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনীয় কর্মদক্ষতা অর্জনের উপর। এই উপলব্ধি ও দক্ষতাকে জরুরি ব্যবহারিক কাজকর্মে প্রয়োগ করা হয়। এক ধরনের সাধারণ জ্ঞান ও মানুষের দীর্ঘদিনের সঞ্চিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সাহায্যে পেশা সংক্রান্ত রীতিনীতিগুলির পরিবর্তন করা হয়, যেগুলি বিশেষজ্ঞতার (specialism) ত্রুটিগুলি দূর করতে সাহায্য করে। গ্রাহক বা ব্যবহারকারীদের জন্য পরার্থে সেবা করাকেই পেশা নিজের প্রথম নৈতিক প্রয়োজন হিসাবে মনে করেন।"

কোগানের মতে, 'পেশা' শব্দটি বিভিন্ন অসদৃশ জিনিসকে বোঝাবার জন্য ব্যবহৃত হয়। কোগান সংজ্ঞার তিনটি স্তর চিহ্নিত করেছেন—ঐতিহাসিক-আভিধানিক, প্রত্যয় উৎপাদনকারী ও ক্রিয়াকলাপ সংক্রান্ত। প্রামাণ্য শব্দপ্রকরণ বিষয়ক রচনাগুলির বিশ্লেষণের ভিত্তিতে কোগান নিজে যে সংজ্ঞা রচনা করেছিলেন, সেটি প্রথম স্বরটির অন্তর্ভুক্ত। "মানুষের মনোভাবকে নতুন দিকে চালিত করার" উদ্দেশ্যে রচিত দ্বিতীয় সংজ্ঞাটিকে তিনি আলফ্রেড ফ্লেক্সনার-এর ("Is social work a profession?" School and society, 1915, 1(26), 902) সংজ্ঞার সাহায্য নিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি মনে করেন যে, দ্বিতীয় সংজ্ঞাটি সমকালীন চিকিৎসাজগতের কর্মসূচী ও আচরণের দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে। কোগানের বর্ণনা অনুযায়ী তৃতীয়টি হল, "প্রাত্যাহিক সিদ্ধান্ত নেবার উদ্দেশ্য পেশাদার ব্যক্তির জন্য তৈরি নির্দেশাবলী।" আভিধানিক অথবা বিশ্বাস জাগিয়ে তোলা সংজ্ঞায় সন্তুষ্টি না থেকে দৃষ্টিগোচর ও পরিমাপযোগ্য কিছু গুণাবলীর দাবী থেকেই এর জন্ম!

পেশাদারির অর্থ পেশাদারি বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করে ক্রেতা বা ব্যবহারকারীরা প্রয়োজন মেটান। ওয়ার্ল্ড বুক অফ এনসাইক্লোপেডিয়া (World Book of Encyclopaedia) পেশাকে "বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন এমন কোনো বৃত্তি" ও "কোনো ব্যক্তি যার সাহায্যে জীবিকানির্বাহ করে তেমন উক্তি" হিসাবে ব্যাখ্যা করেছেন। ওই একই গ্রন্থে পেশাদারিকে বলা হয়েছে, "অপেশাদার বা অপটু ব্যক্তিদের থেকে পৃথক পেশাদার ব্যক্তিদের চালু রীতি বা পদ্ধতি।" এইসব ধারণাকে সংক্ষেপে এইভাবে উপস্থাপিত করা যায় যে, পেশার বৈশিষ্ট্য হল সংগঠন, শিক্ষা ও জনসেবার আদর্শ।

১৪.৩ পেশার বৈশিষ্ট্য

পেশার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলিকে স্পষ্টভাবে চিত্রিত করার প্রথম প্রয়াস শুরু করেন আব্রাহাম ফ্লেক্সনার ১৯১৫ সালে। সেই সময় থেকে সমাজবিজ্ঞানীরা ও বিভিন্ন কাজে জড়িয়ে থাকা মানুষেরা পেশার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যগুলিকে তালিকাবদ্ধ করার বহু চেষ্টা করেছেন। এগুলির পর্যালোচনা করে পেশার সাতটি প্রধান বৈশিষ্ট্যকে চিহ্নিত করা গেছে :

(১) তাত্ত্বিক ও সুসম্পর্ক জ্ঞানের এক সংগঠিত সংগ্রহের অস্তিত্ব।

(২) কাজকর্মের সাধারণ মানের উপর নজর রাখার জন্য কোনো পেশাদার সংস্থার অস্তিত্ব।

(৩) গ্রাহক বা ক্রেতা ও সহকর্মীদের সঙ্গে পেশাদার ব্যক্তিদের সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করার জন্য নৈতিক বিধির অস্তিত্ব।

(৪) পেশার উন্নতি ও নিজেদের শিক্ষা বাড়ানোর জন্য সদস্যদের সদিচ্ছা।

(৫) কাজে লাগানোর মতো একগুচ্ছ কলাকৌশল।

(৬) গ্রাহক বা ক্রেতাদের পরিষেবা প্রদানের দিকেই মনোযোগ দেওয়া।

(৭) যথেষ্ট সংখ্যক অপেশাদার ব্যক্তিদের কাছ থেকে স্বীকৃতি অর্জন করা।

ম্যাকগারির মতে, কোনো পেশা সরাসরি শিক্ষাভিত্তিক হলে সেটি দ্রুত সামাজিক স্বীকৃতি লাভ করে—যেমন, আইন। একসঙ্গে কাজ করতে সম্মত সদস্যদের পারস্পরিক সম্পর্কের সাহায্যে কোনো পেশা তার অন্তর্নিহিত শক্তি ও সংহতি বজায় রাখে।

১৪.৪ গ্রন্থাগার পেশার বিকাশ

অধুনা স্বীকৃত হলেও বাস্তবে গ্রন্থাগার এক প্রাচীন পেশা। এর জন্ম সেই সময়ে, যখন গোষ্ঠী হিসাবে স্বীকৃত না হলেও পণ্ডিতেরা নিজেরা স্বাধীনভাবে পরীক্ষা করে, লিখে এবং পরে অন্যান্যদের লেখা সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করে সেই সঞ্চিত জ্ঞানভাণ্ডারকে গ্রন্থাগারগুলিকে বিতরণ করতে শুরু করেন। ধীরে ধীরে গ্রন্থাগারিকদের একটি সংগঠন করে গড়ে যার উদ্দেশ্য ছিল সংগ্রহ, সংগঠন ও প্রশাসনের কাজগুলি মসৃণ করে তোলা। সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ছিল গ্রন্থাগারের ব্যবহারকে আরও প্রসারিত করা ও ব্যবহারের সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি করা। সময়ের সাথে সাথে জনশিক্ষা ও বয়ঃপ্রাপ্তদের জন্য শিক্ষা চালু হলে এই পেশার আরও প্রসার ঘটে। তত্ত্ব ও প্রয়োগের এক সংগঠিত রূপ জন্ম নেয়, যা আজও ক্রমেই বিকশিত হয়ে চলেছে।

গ্রন্থাগারিকের পেশাটিকে 'জরুরী' ও 'পরিষেবামূলক' বলা হয়ে থাকে। গ্রন্থাগার আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা ও গোষ্ঠীজীবনের এমন এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে যে তাকে ছাড়া আমাদের সমাজকে কল্পনা করাও কঠিন। গ্রন্থাগার এক সামাজিক প্রতিষ্ঠান হওয়ার ফলে তার অনেকগুলি দিক ও অসীম সম্ভাবনা রয়েছে। পণ্ডিতদের এক নির্বাচিত গোষ্ঠী থেকে তা আজ হাজার হাজার নারী-পুরুষের পেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত গ্রন্থাগারিকদের বিশেষ কোনো প্রস্তুতি নিতে হয়নি। জ্ঞান ও তথ্যের ক্রমাগত বৃদ্ধির ফলে গ্রন্থাগারগুলিও সংখ্যা ও আয়তনে বৃদ্ধি পেতে থাকে। গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকার সংখ্যা বাড়তে থাকায় নির্ঘণ্ট প্রস্তুতি ও বর্গীকরণ প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে। সম্ভাব্য ব্যবহারকারীদের শিক্ষার ভিত্তি আরও প্রসারিত হওয়ার ফলে বিভিন্ন ধরনের তথ্যের জন্য তাদের চাহিদাও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। ব্যবহারকারীদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে এক নতুন দিকের উন্মোচন হয়, যখন গ্রন্থাগার, বিশেষত জন-গ্রন্থাগারগুলিকে সামাজিক উন্নয়নে এক উপাদান হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এই নতুন পরিস্থিতিতে উচ্চশিক্ষিত, অভিজ্ঞ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিকদের প্রয়োজন দেখা দেয়। শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ছাড়া এদের দেওয়া উচিত যথাযথ মর্যাদা, যা নির্ণয় করবে তৎকালীন সামাজিক পরিবেশ।

বিভিন্ন দেশে গ্রন্থাগার আন্দোলন প্রসার লাভ করলে জন্ম হয় পেশাদারি সংস্থা ও গ্রন্থাগার স্বত্বগুলির। প্রত্যেকটি উন্নত দেশেই গ্রন্থাগার আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন পণ্ডিতেরা ও জনকল্যাণকামী নাগরিকেরা। তাদের উদ্যোগেই যোগ্য গ্রন্থাগারিকদের জন্য সৃষ্ট হয়েছে সর্বক্ষণের কাজের পদ। ১৮৭৬ সালে আমেরিকান লাইব্রেরি অ্যাসোশিয়েসনের প্রতিষ্ঠাতার এক বছর পরে যুক্তরাজ্যে লাইব্রেরি অ্যাসোশিয়েসন গঠিত হয়।

এটা লক্ষণীয় যে গ্রন্থাগার ও তথ্য সংক্রান্ত কাজকে পেশা আখ্যা দেওয়া যায় কিনা, সে বিষয়ে বহু বিতর্কের সূত্রপাত হয়েছে। কেউ এটিকে এক বৃত্তি মনে করেন, চিকিৎসা ও আইনের মতো কেউ একে একে পেশার মর্যাদা দিতে দ্বিধা করেন না, আবার কেউ মনে করেন যে পেশা হিসাবে গণ্য হওয়ার পথে এ বেশ

কিছুটা অগ্রসর হয়েছে। পিয়ার্স বাটলার ১৯৫১ সালে বলেছিলেন : "আমরা সবাই বিশ্বাস করি যে গ্রন্থাগারিকত্ব (librarianship) একটি পেশা।" শেরা-র প্রচ্ছন্ন ধারণা হল, "গ্রন্থাগারিকত্বের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য এক বৈধ প্রশংসাপত্র দেবার এক ইচ্ছা নিশ্চয়ই রয়েছে।" পেশাদারির মানদণ্ডগুলির প্রয়োগ করে আমরা অবশ্য নির্ণয় করতে পারি গ্রন্থাগার ও তথ্য সংক্রান্ত কাজকে কতদূর পেশার মর্যাদা দেওয়া যেতে পারে ও সেদিকে অগ্রসর হবার জন্য কোন কোন ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে।

১৪.৫ গ্রন্থাগার ও তথ্য পরিষেবার পেশাদার চরিত্র

জীববিদ্যা, শারীরবিদ্যা, রসায়ন ও অন্যান্য কিছু বিষয়ের বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ব্যবহার করে চিকিৎসকেরা রোগীর অসুখের চরিত্র নির্ণয় করেন ও নিরাময়ের ওষুধ সুপারিশ করেন। একইভাবে, গ্রন্থাগার ও তথ্য কর্মীরা গ্রন্থপঞ্জীতত্ত্ব, তথ্য বিজ্ঞান সম্বন্ধে তাদের জ্ঞান প্রয়োগের মাধ্যমে কোনো আগ্রহী ব্যবহারকারীকে তার প্রয়োজনীয় তথ্য সঠিকভাবে ও সঠিক রূপে পরিবেশন করেন। কাজেই কোনো গ্রন্থাগারিকের পেশাদারি দক্ষতা নির্ভর করে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও একটি উপাদান বা দ্রব্যের উপর, যার সাহায্যে এক নতুন পরিস্থিতি বা অবস্থার সৃষ্টি হওয়া সম্ভব। 'লাইব্রেরি সায়েন্স অ্যান্ড ইনফরমেশন সার্ভিস : এ জেনারেল ওরিয়েন্টেশন-বাটারওয়ার্থস, ১৯৭৮, পঞ্চম অধ্যায়) গ্রন্থে এস আই মালান এক লক্ষণীয় উদাহরণ টেনেছেন : "একজন চিকিৎসক তার বৈজ্ঞানিক জ্ঞান প্রয়োগ করে প্রয়োজনটি বিশ্লেষণ করেন (রোগ নিরূপণ করেন), যার সাহায্যে তিনি সেই উপায়টি (নথি এবং/অথবা তথ্য) খুঁজে পেতে পারেন, যা ব্যবহারকারীর (পাঠক) অবস্থার (অবহিত করা/শিক্ষা দেওয়া) পরিবর্তন ঘটাতে সাহায্য করবে।" কোনো পেশায় জ্ঞানের বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে তার চর্চার বিকাশ ও সমৃদ্ধি ঘটাতে ব্যবহার করা হয়। অবশ্য এর উল্টোটিও সমান সত্য। চর্চা ও জ্ঞানের বৈজ্ঞানিক ভিত্তির প্রসার ঘটাতে সাহায্য করে। গ্রন্থাগারিকত্বে বিকাশ সম্ভবত সবথেকে ভালোভাবে প্রতিফলিত হয় নামকরণের পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে। আগেকার 'গ্রন্থাগার অর্থনীতি' প্রথমে হয়ে দাঁড়ায় 'গ্রন্থাগার পরিষেবা' ও 'গ্রন্থাগার বিজ্ঞান', যার বর্তমান রূপ হল 'গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান।'

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন পেশার উদ্ভব হয়েছে। নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও স্বতন্ত্র কলাকৌশল ও দক্ষতা ছাড়াও প্রত্যেকটি পেশার এক নির্দিষ্ট নিয়মাবলী আছে, পেশার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা যেগুলি মেনে চলেন। গ্রন্থাগার ও তথ্য কর্মীরা তাদের পেশায় সর্বদাই এক ধরনের দাতা/গ্রাহক বা ক্রেতা/খরিদ্দার সম্পর্কে জড়িয়ে থাকেন। পেশাদারি চর্চা ও ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করে যে নিয়মাবলী, সেগুলির অবশ্যই এক নৈতিক দিক থাকা উচিত। বিতর্কের ঊর্দ্ধে থাকতে গ্রন্থাগারিকদের সচেতন প্রয়াসের মধ্য দিয়ে এই নৈতিক দিকটিই পরিস্ফুট হয়। কোনো পরিষেবার ক্ষেত্রে পেশাদার/গ্রাহকের সম্পর্ক যখন ব্যক্তিগত সম্পর্কের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে, তখন নৈতিক বিধিগুলিই সেই সম্পর্ক নির্ণয় করে। এই নৈতিক দিকটিই পরিস্ফুট হয়। কোনো পরিষেবার ক্ষেত্রে পেশাদার/গ্রাহকের সম্পর্ক যখন ব্যক্তিগত সম্পর্কের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে, তখন নৈতিক বিধিগুলিই সেই সম্পর্ক নির্ণয় করে। এই নৈতিক বিধিগুলিই পেশা, গ্রাহক ও পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তিদের নিরাপত্তা দেয়। পেশার এই নৈতিক কর্তব্যগুলিকে পেশাদারি দায়িত্ব বলা হয়।

১৪.৬ কোন পেশার সম্ভাবনা

যে-কোনো পেশার সম্ভাবনা তার বিস্তৃতি, মর্যাদা ও বিকাশের স্তর দ্বারা নির্ণয় করা হয়। গ্রন্থাগার ও তথ্য সংক্রান্ত পেশার বিচরণক্ষেত্র হল অবিধিবদ্ধ শিক্ষা ও তথ্যের সংস্থান। গ্রন্থাগারিকত্ব ও তথ্য বিজ্ঞানের একত্রিত ক্ষেত্রেই এই পেশার কার্যকলাপ। সাধারণ মানুষ বা ক্রেতারা পেশাদারী ব্যক্তিদের দক্ষতাকে কতখানি

স্বীকৃতি দিচ্ছেন, তার উপরেই নির্ভর করে সেই পেশার মর্যাদা। যেমন, অসুস্থ হলে চিকিৎসকের ডাক পড়ে, আইন সমস্যায় উকিলের সাহায্য প্রয়োজন হয়, তেমনই তথ্যের দরকার হলে গ্রন্থাগারিক ও তথ্যকর্মীরা নিজেদের দক্ষতা দিয়ে সহায়তা করতে এগিয়ে আসেন। সমাজে পেশাদার পরিষেবার মর্যাদা এভাবেই পরিস্ফুট হয়।

সম্পূর্ণ পেশাদারিকদের মাধ্যমেই পূর্ণ পেশার মর্যাদা অর্জন করা হয়। পেশাদারিকগণ বলতে সেটি ইতিমধ্যে কোন্ স্তরে পৌঁছতে পেরেছে, তাকেই বোঝায়। 'প্রফেশনালাইজেশন (সম্পাদনা : ভলমার ও লিমস, পৃ. ১১) গ্রন্থের মুখবন্ধে হাবার্ট ব্লামার বলেছেন : "পেশাদারিকগণের লক্ষ্য হল কোনো একটি ক্ষেত্রের জন্য উৎকর্ষের এক মানদণ্ড ঠিক করে সেই অনুযায়ী আচরণবিধি নির্ণয় করা, কর্তব্যবোধের বিকাশ ঘটানো, নিযুক্তি ও প্রশিক্ষণের মাপকাঠি নির্দিষ্ট করা, সদস্যদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা, ওই ক্ষেত্রে গোষ্ঠীমূলক নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করা ও সমাজে এক উচ্চমর্যাদায় তাকে প্রতিষ্ঠা করা।"

শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ছাড়াও গ্রন্থাগার জগতে পেশাদারির বিস্তার প্রতিটি দেশে পেশাদার গ্রন্থাগার সংঘগুলির প্রতিষ্ঠা ও বিকাশের উপর নির্ভরশীল। গ্রন্থাগার পরিষেবা ও গ্রন্থাগারিকত্বকে আরও উন্নত ও শক্তিশালী করে তোলাই বেশীরভাগ সংঘের সাধারণ উদ্দেশ্য। এটি সম্ভব প্রকাশনা, সভাসমিতি, শিক্ষামূলক কর্মশালা, মানদণ্ড ও নির্দেশাবলী প্রস্তুতি ইত্যাদির মাধ্যমে। জ্ঞান ও তথ্যকে সমৃদ্ধ ও সহজলভ্য করে তুলতে গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকদের মধ্যে আন্তর্জাতিক স্তরে সহযোগিতা ও বোঝাপড়া গড়ে ওঠায় গ্রন্থাগারিকত্ব ধীরে ধীরে আন্তর্জাতিক মাত্রা পাচ্ছে।

বিভিন্ন দেশের সমাজে গ্রন্থাগারিকদের মর্যাদা বিভিন্ন রকম। কোনো কোনো দেশে শিক্ষার উপর গুরুত্ব বেশী হওয়ার ফলে গ্রন্থাগারিকদের পণ্ডিত ও শ্রদ্ধাভাজন হিসাবে দেখা হয়। কোথাও কোথাও আবার গ্রন্থাগারিকেরা কেরানির থেকে বেশী মর্যাদা পান না। কয়েকটি দেশে শিক্ষিত ও যোগ্য কর্মীর অভাব এখনও গ্রন্থাগার পরিষেবার বিকাশে বাধার সৃষ্টি করে।

১৪.৭ পেশাদারি আচরণবিধি

মানবসভ্যতার দীর্ঘ যাত্রাপথে বৃত্তি হিসাবে গ্রন্থাগারিকত্বের যুগ যুগ ধরে বিবর্তন ঘটেছে, তার অনুসরণ করা নীতিগুলিতে যুক্ত হয়েছে নতুন নতুন মূল্যবোধ। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কিছু রূপান্তর ঘটেছে নিশ্চয়ই, কিন্তু সেই সব পরিবর্তনে ইতিহাসের সায় আছে—সামাজিক পটভূমির পরিবর্তনের ফলেই ঘটে গেছে সেই রূপান্তর। গ্রাফিক রেকর্ডের রূপ ও সংখ্যায় পরিবর্তন এলেও, ব্যবহারকারীদের চরিত্র ও গঠনের গুণগত ও পরিমাণগত পরিবর্তন ঘটলেও, তথ্য সংগঠন ও প্রসারের পদ্ধতি পাল্টে গেলেও, লিখিত শব্দের মধ্যে সত্যকে খোঁজা আর ব্যক্তি বিকাশের উপর আস্থা আজও একইরকম রয়ে গেছে। সুতরাং আশা করা যেতে পারে যে গ্রন্থাগারিকদের কী করা উচিত ও তাদের এই মহান উদ্দেশ্য কীভাবে অন্যদের কাছে পৌঁছে দেওয়া উচিত—এইসব বিষয়ে নৈতিক বিধিগুলি এক স্পষ্ট ধারণার জন্ম দেবে।

কোনো পেশাদারি বিধিতে কর্তব্য ও দায়িত্বের প্রভেদ করা উচিত। কর্তব্য হল কর্মসূত্রে যে কাজগুলি করতে হবে, আর নৈতিক দায়িত্ব হল এক মনোভাব, যা অবলম্বন করে পেশাদারি কোনো ব্যক্তি তার ক্রেতা বা গ্রাহক এবং বৃহত্তর অর্থে তার সমাজের জন্য কাজ করে। গ্রন্থাগার পেশার জন্য রচিত নৈতিক বিধিগুলি গ্রন্থাগারিক ও তথ্যকর্মীদের কর্তব্যবোধকে উদ্দীপিত করে। এই পেশার নিরাপত্তার জন্যও নৈতিক বিধিগুলি খুবই জরুরী। যেহেতু গ্রন্থাগার পরিষেবার মান গ্রন্থাগারিকের ব্যক্তিগত গুণাবলির উপর অনেকটা নির্ভরশীল, নৈতিক বিধিগুলির সংশোধন ও বিকাশ সেহেতু যথেষ্ট জরুরী। এএলএ (ALA) ১৯৩৯ সালে পেশাদার গ্রন্থাগারগুলির জন্য প্রথম লিখিত নৈতিক বিধি প্রণয়ন করে এবং ১৯৮১ সালে তা সংশোধিত হয়।

নৈতিক বিধিতে স্পষ্ট উল্লেখ করা আছে যে, কর্তব্যপালনের সময় গ্রন্থাগারিকেরা যেন এ কথা মনে রাখেন যে গ্রন্থাগার প্রশাসন সংক্রান্ত বিষয়গুলিতে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা শুধুমাত্র সরকারিভাবে নিযুক্ত পরিচালকদের। গ্রন্থাগারিকের দায়িত্ব হল গ্রন্থগারের সম্পদ ও পরিষেবা ব্যবহারকারীদের কাছে পৌঁছে দেওয়া। তার নিজস্ব গ্রন্থাগারের সম্পদের সুরক্ষার জন্য গ্রন্থাগারিকের সর্বদা সচেষ্ট থাকা উচিত। গ্রন্থাগার-বিষয়ক পেশাকে দীর্ঘকাল ধরে এক জরুরী ও পরিষেবামূলক পেশা বলা হয়ে আসছে। কাজেই গোষ্ঠীকে সেবা করা ও গ্রন্থাগার পরিষেবার প্রকৃত মূল্য উপলব্ধি করা গ্রন্থাগারিকের অবশ্যকর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। গ্রন্থাগারিক হলেন সমাজে পরিষেবার রূপে শিক্ষামূলক কাজকর্মের এক আয়না। কাজেই, মানুষের চোখে গ্রন্থাগারের মর্যাদা যাতে অটুট থাকে, গ্রন্থাগারিককে সেভাবেই আচরণ করতে হবে।

নিষ্ঠাবান গ্রন্থাগারিকদের জীবনকে যাজক, চিকিৎসক ও গুরুদের জীবনের সঙ্গে তুলনা করা হয় কারণ তা যথাসম্ভব কল্যাণকর কাজে নিজেকে অর্পণ করে। গ্রন্থাগারিকত্বের জন্য প্রয়োজন সর্বোত্তম প্রস্তুত ও ধারাবারিক অধ্যায়ন। যে-কোনো পেশাতেই যথেষ্ট পরিমাণ জ্ঞান ও নির্দিষ্ট কোনো প্রযুক্তির কলাকৌশল আয়ত্ত করা জরুরী। এ কথা গ্রন্থাগার ও তথ্যের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

ঠিক ও ভুল বিচার করার নীতিগুলি নিয়ে নীতিশাস্ত্র চর্চা করে। "ক্ষমতাই নির্ণয় করে কী সঠিক বা নয়" ছাড়া অন্য কোনো নীতির অস্তিত্ব আছে কে নেই—এই বিষয়ে প্লেটোর আমল থেকে বিতর্ক চলে আসছে। যদি ক্ষমতার ভূমিকা এত গুরুত্বপূর্ণ হয়, তবে ন্যায় মঙ্গল বা সঠিকের স্বার্থে তারা কীভাবে ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ করবেন—এই প্রশ্ন একে নিয়ন্ত্রণ করা হবে কীভাবে। জ্ঞানের মালিক কে হতে পারে ও তাকে নিয়ন্ত্রণ করার অধিকার করা আছে ? ক্ষমতাশালী ব্যক্তিরা এসবই তাদের ইচ্ছামতো ব্যবহার করতে পারে, যা "জ্ঞানই ক্ষমতা"-র সরলীকৃত ব্যাখ্যাকে বহু প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করায়।

১৪.৮ উপসংহার

ভবিষ্যতে গ্রন্থাগারিক ও তথ্যকর্মীদের ভূমিকা এক বিতর্কের বিষয়। কেউ কেউ মনে করেন যে অন-লাইন ডেইটাবেস সার্চিঙ (online database searching) ইত্যাদি কাজকর্মের জন্য তারা আরও দৃশ্যমান হয়ে উঠবে ও তাদের ভূমিকা আরও বিস্তৃত হবে। অন্যেরা আশঙ্কা করেন যে, ব্যবহারকারীরা তাদের আকাঙ্ক্ষিত উপাদানের কাছে সরাসরি পৌঁছে যেতে পারার ফলে গ্রন্থাগারিকের ভূমিকা পেশার মর্যাদা হারিয়ে ফেলবে।

গ্রন্থাগারিকেরা যে এখনও তাদের অস্তিত্ব বজায় রেখে কাজ করে চলেছেন, তার কারণ হল কার্যকর যোগাযোগ ব্যবস্থা। নথিপত্রের মাধ্যমে, তা যে-কোনো প্রকারেরই হোক না কেন, এক মসৃণ ও কার্যকর যোগাযোগ ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করার দায়িত্ব গ্রন্থাগার ও তথ্য পরিষেবার। কার্যকর ও মনোরম তথ্যপ্রবাহের জন্য নায়াগ্রা জলপ্রপাত নয়, আমাদের প্রয়োজন হয় এক স্বচ্ছন্দে বয়ে চলা জলধারার। তাৎক্ষণিক তথ্যস্রোতের প্লাবন প্রায়শই তাৎক্ষণিক মানসিক বিস্মৃতির সৃষ্টি করে। আমাদের ভবিষ্যতে পেশাদারি দক্ষতা যেন রহস্যময় ও চমকপ্রদ কলাকৌশলের আড়ালে সাধারণ মানুষের থেকে বিচ্ছিন্ন এক বা একাধিক এলিট গোষ্ঠীতে আবদ্ধ না থাকে বা সমস্ত উৎস থেকে তথ্যের বন্যাকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতাই তার প্রধান লক্ষ্য হয়ে না দাঁড়ায়। প্রকৃত পেশাদারি অবশ্যই এই ধরনের দক্ষতা দাবী করে—কিন্তু একই সঙ্গে সমাজের নতুন নতুন প্রয়োজন ও প্রত্যাশা সম্বন্ধেও তাকে সচেতন থাকতে হবে। পেশার ভাবনা থেকে আমরা প্রেরণা খুঁজে নিতে পারি, তাহলে এক উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ আমাদের জন্য অপেক্ষা করবে।

১৪.৯ অনুশীলনী

১. পেশার মূল বৈশিষ্ট্যগুলি বর্ণনা করুন।
২. পেশাদার মর্যাদা কীভাবে অর্জন করা যায় ?
৩. গ্রন্থাগারিকের জন্য পেশাদারি নৈতিক বিধি প্রণয়নের বিষয়গুলির বিবরণ দিন।
৪. কোনো পেশার নৈতিক দায়িত্বগুলি কী কী ?

১৪.১০ নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি

১. Carroll, C. Edward : The professionalization of education for librarianship. Metuchen, Scarecrow, 1970, Chapter 1.

২. Carr-Saunders, A.M. and Wilson, P.A . : The Profession, London, Frank Cass, 1964.

৩. Crickman, Robin D. : The emerging information professional. Library Trends 1979 28(2), 311-327.

৪. Paton. N. B. : The profession of librarianship. Library Association Record 1962, 64 (10), 367-372.

৫. Shera, Jesse H. : The foundation of education for librarianship. New York, John Wiley, 1972, pp. 66-74.

৬. Vollmer, H. M. and Mills D.Eds : Professionalization, Prentice-Hall, 1966.